সংবাদ

তারিখ : 12 APR 2014
পৃষ্ঠা : ১ কলাম : ১

ছাত্রলীগ বেপরোয়া অস্থির বিশ্ববিদ্যালয়

আবুল কালাম সোহাগ

সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বেপরোয়াপনা ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে, সংঘর্ষ, চাঁদাবাজি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ নানা অপকর্মে আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজসহ উচ্চশিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে সংগঠনটির শুধু অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২ ছাত্রলীগ নেতা। এছাড়াও সংগঠনের চেইন অব কমান্ড ভেঙে কাউকে তোয়াক্কা না করাসহ চলছে চাকরির দাবিতে বেপরোয়া আচরণ।

দখলদারিত্ব ও চাঁদাবাজি, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাণিজ্য, ফাও খাওয়া, অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে নিত্য ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম। সংঘাত-সংঘর্ষে বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহারে, গুলিগোলায় আতঙ্কে উদ্বেগে থাকেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। অন্তঃকলহে নিহতদের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে ধর্মঘট, মিছিল-সমাবেশসহ বিভিন্ন আন্দোলনে অচল হয়ে পড়ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

সর্বসাম্প্রতিক সংঘাতময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের তাণ্ডবে অস্থিরতা নেমেছে, স্বাভাবিক ক্লাসও হচ্ছে না। নিজেদের মধ্যকার সংঘাতকে কেন্দ্র করে অনেক প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনও চালাচ্ছেন তারা। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, বেগম রোকেয়া মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রতিনিয়ত চলছে ছাত্রলীগের এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের ওপর ও অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এই চিত্রটি বৃহস্পতিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এর আগের দিন বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জবিতে প্রশাসনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে গেলে পিটিয়ে বের করে দেয় ছাত্রলীগ। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল নেতা রফিকুল এবং আনসারসহ অন্তত আটজন আহত হয়। এর আগের দিন বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ছাত্রলীগ : বেপরোয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শত্রুতার জের ধরে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে ছাত্রলীগের অন্য নেতাকর্মীরা।

হত্যা বিচার দাবিতে উত্তাল বাকৃবি : গত ১ এপ্রিল ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হন সাদ ইবনে মমতাজ। তার এ হত্যা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের দাবিতে ক্লাস বর্জন করে অব্যাহত আন্দোলনে গত এক সপ্তাহ ধরে উত্তাল বাকৃবি। অচল হয়ে পড়ে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

ময়মনসিংহ জেলা প্রতিনিধি জানান, সাদ ইবনে মমতাজ হত্যার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আন্দোলনে ব্যাপক আতঙ্ক ও উত্তেজনা চলছে বাকৃবিতে। এ ঘটনায় গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় ছাত্রলীগের নেতাসহ ৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু এ শাস্তি প্রত্যাখ্যান করে ক্লাস বর্জন করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ফলে খুব শীঘ্রই এ অচলাবস্থা কাটছে না।

রাবিতেও আন্দোলন 'হত্যা' নিয়ে : বাকৃবিতে হত্যার তিন দিনের মাথায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ৪ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের নিজ কক্ষে রহস্যজনক গুলিতে নিহত হন শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক রুস্তম আলী। ঘটনার পরদিন থেকে তার হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালন করে ছাত্রলীগ। তার এ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক এবং ক্যাম্পাসে অস্থিরতা চলছে।

এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শিক্ষা কার্যক্রম। তবে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা বিবেচনা করে গত দু'দিন আগে ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করে আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি জানান, রুস্তম হত্যা নিয়ে ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হয়েছেন ২৯ শিক্ষার্থী। গত পাঁচ বছরেই ছয়জন শিক্ষার্থী মারা গেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের মধ্যে ২০১২ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কর্মী আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল, ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে খাবারের টোকেন নিয়ে নিজ দলের কোন্দলে প্রতিপক্ষের হাতে খুন হন কর্মী নাসরুল্লাহ নাসিম। এ হত্যা নিয়ে বেশ সমালোচনায় পড়ে সরকারের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগ।

সংঘর্ষের উত্তেজনায় জাবি : এর আগে ২ মার্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে ফাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে দু'দফা সংঘর্ষ ও গুলি বিনিময় হয়। এতে গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে অন্তত ৪০ শিক্ষার্থী।

জাবি প্রতিনিধি জানান, সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি গ্রুপের নেতা শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দিপু গ্রুপ ও সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ রাসেল গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখাটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ রাসেলসহ চার নেতাকে বহিষ্কার করা হয়। এতে আরও চরমে ওঠে ফের সংঘর্ষের শঙ্কা। গত এক মাস পর ওই চার নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হলে তিনদিন আগ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিকে ফিরতে শুরু করেছে।

ছাত্রলীগের আবদারে অচল ইবি : ছাত্রলীগের পছন্দের চাকরি প্রত্যাশীকে না দেয়ার প্রতিবাদে তাদের অঘোষিত অবরোধের মুখে ক্লাস বন্ধ থাকায় অচল হয়ে পড়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। তবে গত এক সপ্তাহ পর এটি সচল হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইবি সূত্রে জানা যায়, ইবি সিন্ডিকেট মিটিংয়ে ছাত্রলীগের পছন্দের ব্যক্তিকে চাকরি দেয়ার দাবিতে ঝিনাইদহ শৈলকুপা এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ভাঙচুর ও প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকারের বাসভবনের সামনে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে টানাপড়েন দেখা দেয়।

নানা আন্দোলনে অচলপ্রায় জবি : এদিকে বছরের শুরু থেকেই রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও হল উদ্ধারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে চলছে আন্দোলন। হল উদ্ধারের আন্দোলনে পুলিশের আক্রমণ ও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে অনড় থাকার ঘোষণায় ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকে দীর্ঘদিন। এখনও এ আন্দোলন চলছে। তবে এই আন্দোলনের মাত্রা একটু কমলে নতুন করে যোগ হয়েছে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অপসারণের আন্দোলন।

গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ওই বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল অদুদের পদত্যাগের দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন অব্যাহত রেখে আন্দোলন করছেন বিভাগের সব ব্যাচের শিক্ষার্থী।

সংঘর্ষে বগুড়া মেডিকেল কলেজও থমথমে : গত ৬ এপ্রিল বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে আধিপত্য ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হন চার শিক্ষার্থী। এ ঘটনার পর থেকে ছাত্রলীগের মধ্যে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : গত ২৬ মার্চ প্যারেড গ্রাউন্ডে ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বেকায়দায় পড়ে ঢাবি কুয়েতমৈত্রী হল ছাত্রলীগ। সিনিয়র কর্মী সংকটে জুনিয়র কর্মীদের নেত্রী বানানোর ফলে নির্দেশ মানতে নারাজ সংগঠনের তৃণমূলের কম সক্রিয় কর্মীরা। লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা আয়োজনে ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে হলের সাধারণ ছাত্রীরা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বের করে দেয়। এতে ছাত্রলীগের ইমেজ নিয়ে বেকায়দায় পড়ে কেন্দ্রীয় নেতারা। এর মাস দুই আগে ঢবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান রনির ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাস নিয়ে ছাত্রলীগের নেত্রীদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। প্রায় এক মাস ধরে এ ঘটনার রেশ চলে। এ নিয়েও ছাত্রলীগ চরম ইমেজ সংকটে পড়ে।

ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তার, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ও বেপরোয়া আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, ছাত্রলীগ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তা ঠিক নয়। নেতাদের মধ্যে একটু ভুলভ্রান্তি থাকায় সেটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। তবে আমরা এক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে আছি। যেখানে মারামারি বা সংঘর্ষ হচ্ছে সেখানেই জড়িতদের বহিষ্কার ও কমিটি ভেঙে দেয়াসহ প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।